গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ৮ অক্টোবর ২০২১ (বিশেষ সংখ্যা) | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ভারতের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে আমি 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'-র ডাকা ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধকে সফল করার জন্য দেশের মেহনতি মানুষ, কৃষক, মজুর, কর্মচারী, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী সহ সমস্ত সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন, এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন পাঞ্জাবেই প্রথম সংগঠিত হয়। অবিভক্ত পাঞ্জাব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটা গৌরবজনক স্থান দখল করে আছে— যেখানে বিপ্লবী 'গদর পার্টি' গঠন হয়েছিল। পাঞ্জাব স্বাধীনতা আন্দোলনে কর্তার সিং সরাভা, উধম সিং এবং শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর মতো বহু সাহসী যোদ্ধা ও শহিদের জন্ম দিয়েছে।

এই মহান সংগ্রামী যোদ্ধাদের শিক্ষা হৃদয়ে বহন করে শুরুতে পাঞ্জাবের কৃষকরা এই সংগ্রামে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনতিবিলম্বে দুর্নিবার প্রবল জোয়ারের গতিতে তা অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে ও তা সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক জনসমর্থন পায়।

আগেকার কংগ্রেস সরকারের মতোই বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারও একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক সেবাদাসের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তারা বিভিন্ন হীন পন্থা প্রয়োগ করে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষকরা তাদের প্রতিটি অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে অসীম সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলেছে। সংগ্রামী কৃষকরা স্লোগান তুলছে 'আমরা লড়ব, আমরা জিতবই'। এই আন্দোলন কেবলমাত্র বীরত্বপূর্ণই নয়, এটা একটা ঐতিহাসিক এবং অভূতপূর্ব সংগ্রাম। কৃষকরা একদিকে পুলিশি অত্যাচার, জল-কামান, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জের মোকাবিলা করেছে, অপরদিকে হাড়কাঁপানো শীত, ঘন কুয়াশা, প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল বৃষ্টির বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হচ্ছে। এমন একটা দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ কৃষক— বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, মহিলা, পুরুষ, শিশু-কোলে মায়েরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছে, যে দেশের শাসকশ্রেণি এবং সরকারি দলগুলি জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ এবং সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়ে আন্দোলনকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাকে ভিত্তি করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করছে। কিন্তু সংগ্রামী কৃষকদের এই লড়াইয়ে তাদের আলাদা কোনও পরিচয় নেই; তাদের একমাত্র পরিচয় তারা একচেটিয়া পুঁজি ও তার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সেবাদাস বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক। গত দশ মাস ধরে চলতে থাকা কৃষকদের এই আন্দোলন ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে কোনও দিন প্রত্যক্ষ করেনি। যদি আমি ভুল না হই, আমার ধারণা, এই আন্দোলন বিশ্বের ইতিহাসেও অতুলনীয়। এই সংগ্রাম হচ্ছে একটা দীর্ঘ ও কঠিন লড়াই, এটা জীবন-মরণের লড়াই, যা প্রচণ্ড অধ্যবসায়, ধৈর্য, ঐক্য, অদম্য উদ্দীপনা ও সাহস এবং বীরত্বে এগিয়ে চলেছে।

বিজেপি সরকার আন্দোলনকে নানা ভাবে দমন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এগারো বার আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে সরকার যে বৈঠকে বসে, তা ছিল বাস্তবে আলোচনার নামে প্রহসন। এতে সরকারের পরিকল্পনা ছিল যাতে কৃষকরা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। এরপর তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় যাতে আন্দোলনকে আইনের জালে জড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা কোর্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে সরকার কৃষি আইনকে দেড় বছরের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেয় যাতে আন্দোলন প্রত্যাহার করানো যায়। আমাদের কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস এবং সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আন্দোলন এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা বিশিষ্ট নেতাদের নেতৃত্বে বহু আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও বিশিষ্ট নেতার নেতৃত্বে এই আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, জনগণের মনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও বিক্ষোভের

তিনের পাতায় দেখুন

কৃষক হত্যা ঃ ৫ অক্টোবর ধিক্কার দিবস

উত্তরপ্রদেশে কৃষক হত্যার ধিক্কার জানিয়ে ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ অক্টোবর দেশ জুড়ে ধিক্কার দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষি আইন কেন জনবিরোধী

১০ মাস ধরে চলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে সারা ভারতের খেটে খাওয়া মানুষ পালন করেছেন ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি বনধের বিরোধিতায় নেমে শহরাঞ্চলে কিছু পরিবহণ এবং কিছু সংখ্যক শিল্পকে জোর করে খোলা রাখতে পারলেও গ্রামীণ ভারতে এই বনধ হয়েছে প্রায় সর্বাত্মক। খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনমুখী মানসিকতা দেখে ভীত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধাররা কখনও বলছেন কৃষকরা আন্দোলন ছেড়ে আলোচনায় বসুন, যেন কৃষকরা আলোচনার ডাককে উপেক্ষা করেছেন! বাস্তবে সরকার যে আলোচনার নামে টালবাহানা করে কৃষি আইন প্রত্যাহারের আসল দাবিটি শুনতেই চায়নি এই সত্যকে আড়াল করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি দেখা যাচ্ছে এই শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থাকেও আন্দোলন বিরোধিতায় ব্যবহারের চেষ্টা করছে শাসক শ্রেণি। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি দীর্ঘ দিন ধরে চলা কৃষক আন্দোলন নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আবার কৌশলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষি আইন নিয়ে আপত্তির কারণগুলি নাকি আন্দোলনকারীরা সুনির্দিষ্ট করে বলতেই পারছেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন-উত্তরের আকারে তা তুলে ধরা হল।

উত্তরপ্রদেশে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ৪ অক্টোবর দেশ জুড়ে কেকেএমএস ও অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলি ধিক্কার মিছিল করে

ছবি ঃ পাটনা

প্রশ্ন ঃ ২৬ নভেম্বর ২০২০ থেকে দিল্লিতে যে কৃষক আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, এমন আন্দোলন স্মরণকালের মধ্যে ঘটেনি। লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রবল ঠাণ্ডা কিংবা অসহনীয় গরম সহ্য করে আন্দোলনে সামিল। ইমিধ্যেই ৬০০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারী প্রাণ দিয়েছেন। সাড়া ফেলে দেওয়া এই আন্দোলনে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের স্বার্থ কীভাবে জড়িত?

উত্তর ঃ একথা ঠিক, আন্দোলনটা কৃষকরাই শুরু করেছেন। সেই অর্থে কৃষক আন্দোলনের চরিত্র নিয়েই এটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সরকারের অনড় মনোভাবের কারণে এই আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়ছে এবং দিল্লির রাজপথ শুধু নয়, সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

কয়েকশো কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ এসকেএম (সংযুক্ত কিসান

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘আপনাদের অদম্য প্রয়াস সবার হৃদয় জয় করেছে’

সর্বনাশা তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বাতিলের দাবিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকা ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধ সফল করতে সর্বশক্তি নিয়ে প্রচারে নেমেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং কৃষক-খেতমজুর সংগঠন এআইকেকেএমএস। অন্য রাজ্যগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গেও সমস্ত জেলাতেই বনধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের কর্মীরা মাইক প্রচার, প্রচারপত্র বিলি, পথসভা, পাড়া মিটিং, মিছিল প্রভৃতি কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় নামেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম— রাজ্যের সর্বত্রই জনসাধারণ ব্যাপক উৎসাহে বনধ সমর্থনে এগিয়ে আসেন। যেভাবে তাঁরা বনধের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন তা কর্মীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

ঝাড়গ্রাম জেলার নানা প্রান্তে প্রচারে গেলে গ্রামের সাধারণ মানুষ ও চাষিরা কর্মীদের কাছে বনধের দাবিগুলি সম্পর্কে ভাল করে জানতে-বুঝতে চেয়েছেন। কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সভা করে নয়া কৃষি আইনের সর্বনাশা দিকগুলি সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁদের কাছে। মানুষ বুঝেছেন বনধের প্রয়োজনীয়তা। বলেছেন, একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া আর কোনও দল চাষিদের পক্ষে এভাবে কাজ করছে না। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেছেন। লালগড় ব্লকের বেলাটিকরিতে প্রচারের সময় কর্মীদের বক্তব্য শুনে চাষিরা একজোট হয়ে এলাকায় মিছিল করার দাবি জানান। একমাত্র তাঁদের সাহায্যেই সেটা সম্ভব বলে জানানোয় তাঁরা তখনই গ্রামবাসীদের জড়ো করে মিছিল শুরু করেন। বনধের দিন তাঁরাই পিকেটিং করেন। ওই এলাকা সহ জেলা জুড়ে সর্বাত্মক বনধ হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় বনধের প্রচারে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। বনধের প্রচারে দলের কর্মীরা এলাকায় এলাকায় গেলে সর্বত্রই মানুষ বলেছেন, আপনারা ছাড়া আর কাউকেই তো দেখছি না! অন্য একটি বামপন্থী দলের কর্মীরা এগিয়ে এসে বনধের প্রচারপত্র চেয়ে নিয়ে গেছেন, নিজেদের এলাকায় বিলি করবেন বলে। জানিয়েছেন, খাদ্যশস্য সহ চাষি-মজুরের জীবন-জীবিকা পুঁজিপতিদের গ্রাসে ঠেলে দেওয়ার বিজেপি সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র এই লড়াইয়ে তাঁরা সঙ্গে থাকবেন। বনধের প্রচারপর্বে শুধু সন্দেশখালি এলাকাতেই অন্য বাম দলের সাত কর্মী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জেলার মানুষ মুক্তহস্তে দলীয় তহবিলে অর্থসাহায্য করেছেন। বনধের দিন মাইলের পর মাইল রাস্তা পার হয়ে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসেছেন মানুষ বসিরহাট শহরে, মিছিলে সামিল হতে। জেলায় এদিন বনধ হয়েছিল সর্বাত্মক।

মালদহ জেলার প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখানে সংগঠনের বিস্তার এখনও বিশেষ হয়নি, সেখানে প্রচার করতে গেলে দলের কর্মীদের সাগ্রহে গ্রহণ করেন মানুষ। প্রচারপত্র চেয়ে নেন পাড়ায় বিলি করার জন্য। চলন্ত অটোরিক্সায় মাইক বেঁধে বনধের প্রচার চলার সময় পিছন থেকে চিৎকার করে গাড়ি থামিয়ে কর্মীদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে গেছেন অনেকে। প্রচারপত্র চেয়ে নিয়েছেন, অর্থসাহায্য করেছেন। বলেছেন, আপনাদের লড়াই সফল হোক।

বাঁকুড়ার কলেজ মোড়ে প্রতিদিন সকাল থেকে কাজের আশায় বসে থাকেন যে দিনমজুররা, দলের কর্মীদের বক্তব্য থেকে সর্বনাশা কৃষি আইনের বিপদ বুঝে নিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বনধ পালন করবেন। কাজ খুঁজতে তো নয়ই, এমনকি কাজ থাকলেও ২৭ সেপ্টেম্বর আসবেন না তাঁরা। গোটা জেলা জুড়েই বনধের প্রচার কর্মসূচির প্রতি খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রবল আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রবল রোদ উপেক্ষা করে পথসভাগুলিতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে মানুষ শুনেছেন বিজেপি সরকারের মানুষ-মারা নীতির কথা। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এগিয়ে এসে কর্মীদের কাছ থেকে প্রচারপত্র চেয়ে নিয়ে গেছেন নিজেরা বিলি করবেন বলে। এই জেলার এক বিশিষ্ট চিকিৎসক কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। কাজের সূত্রে নিয়মিত বাঁকুড়া-কলকাতা-পুরুলিয়া যাতায়াত করেন। বনধ সফল হওয়ার পর এক কর্মীকে ডেকে বলেছেন, “পূর্ব থেকে পশ্চিম আসা-যাওয়া করি নিয়মিত। সর্বত্রই দেখেছি শুধু আপনাদের কর্মীরাই রয়েছেন আন্দোলনের ময়দানে। দেশের কৃষকরা এক অসাধারণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন দিল্লি সীমান্তে, আর এখানে দেখছি সেই ন্যায্য দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনারাও অদম্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই বনধ এমন সর্বাত্মক হয়েছে। সবার হৃদয় জয় করেছেন আপনারা।”

আন্দোলনে হোসিয়ারি শ্রমিকদের বোনাস বাড়ল

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হোসিয়ারি শ্রমিকরা ১০.২৫ শতাংশ হারে আসন্ন পুজোর বোনাস আদায় করলেন। গত বছর পর্যন্ত শ্রমিকরা ১০.১০ শতাংশ হারে পুজো বোনাস পেয়েছিল। ২১ সেপ্টেম্বর শ্রম দপ্তরের তমলুকের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের উপস্থিতিতে শ্রমদপ্তরের অফিসে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নেতৃবৃন্দ ও বেঙ্গল হোসিয়ারি টেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি দাবি জানিয়েছে, ন্যূনতম ১২ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে।

জেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন

দিনহাটা ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কোচবিহার জেলার দিনহাটা কলেজ কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড সঞ্জয় দেবকে সভাপতি ও কমরেড উদয় বর্মনকে সম্পাদক ও আতারুল রহমানকে কোষাধ্যক্ষ করে পাঁচ জনের সম্পাদকমণ্ডলী ও ১৯ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। দিনহাটা মহকুমায় মহিলা কলেজ স্থাপন সহ নানা দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সম্মেলনে।

কাঁদি ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের কাঁদি ব্লকে এআইডিএসও প্রথম কাঁদি লোকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দাবি তোলা হয় অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। কমরেড শুভজিৎ প্রামাণিক সভাপতি, কমরেড রমেশ দাস সম্পাদক ও মঙ্গল মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ২২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

নদিয়া ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলা নবম ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে উদ্বোধক ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মৃদুল দাস। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, সহ-সভাপতি কমরেড অনুপম পানি, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শম্পা সিরিন ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অভিষেক দেবনাথ। দেড় শতাধিক ছাত্র ছাত্রীর সম্মেলন থেকে কমরেড সাইদুল ইসলামকে সভাপতি, কমরেড সুখেন পাত্রকে সহ-সভাপতি ও কমরেড সুস্মিতা জোয়ার্দারকে সম্পাদক করে ১৬ জনের একটি জেলা কমিটি ও ৪৫ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের কনভেনশন

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের ডাকে ২ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে প্রীতিলতা হলে বিভিন্ন দাবিতে কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। এগরা, হলদিয়া, পাঁশকুড়া ও তমলুক পৌরসভার পৌর-স্বাস্থ্যকর্মীরা কনভেনশনে যোগ দেন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপ্না ঘোষ পাল, শেলী সেন প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অঙ্গনওয়াড়ি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি লীলা সী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে বারো জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ৩ অক্টোবর বারসত শহরে জেলার নয়টি পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বসিরহাট, বারাসত, গারুলিয়া, খড়দহ, ভাটপাড়া, উত্তর দমদম, বিধাননগর ও পানিহাটি পৌরসভার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা এই সভায় যোগ দেন। পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের অবসরের বয়স সীমা ৬৫ করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য ঈশ্বর সরকার, শিবানী মুখার্জী ও স্বপ্না ঘোষ পাল।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) প্রণয়ন করেছে সরকার

একের পাতার পর

বহিঃপ্রকাশ। ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার এ আন্দোলন দমনে কঠোর এবং অনড়। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতীতে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারও বহুজাতিক সংস্থা ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে একই আচরণ করেছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছে

যে তারাই কংগ্রেস সরকারের তুলনায় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থার সেবা করতে সবচেয়ে উপযুক্ত, দক্ষ ও সব থেকে হিংস্র। বস্তুত, পুঁজিপতিদের অর্থবল, পেশিশক্তি, প্রচারমাধ্যম ও প্রশাসনিক ক্ষমতার আশীর্বাদেই বিজেপি মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে এই তিনটি কালা কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী)-২০২১ প্রণয়ন করেছে। এই আইনগুলো শুধুমাত্র বিশেষ কোনও এলাকার কৃষক স্বার্থবিরোধীই নয়, সারা দেশেরই কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী। উপরন্তু এটা দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী।

মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি, পুঁজিবাদ তার অগ্রগতির পথে একচেটিয়া পুঁজি এবং বহুজাতিকের জন্ম দিয়েছে। এই একচেটিয়া পুঁজিবাদ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের সম্মুখীন, যে সঙ্কট স্থায়ী এক গভীর মন্দায় নিমজ্জিত। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিও এই অনতিক্রম্য সঙ্কটে ডুবছে। মৌলিক শিল্প এবং উৎপাদন শিল্প ভয়াবহ বাজার সংকটের সম্মুখীন। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, বিভিন্ন সংস্থায় উৎপাদন সংকুচিত করা হচ্ছে এবং নির্বিচারে যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। স্থায়ী চাকরি বলতে যা বোঝায় তা প্রায় বিলুপ্ত, তার বদলে চুক্তিভিত্তিক কাজ এবং আউটসোর্সিং ও অফসোরিং (কাজের খোঁজে বিদেশে যাওয়া) ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। শ্রম আইনগুলো প্রকৃতপক্ষে এখন মালিকপক্ষের আইনে পরিণত করা হয়েছে। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস করায় তার নিজস্ব বাজার আজ সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কারণেই কৃষি ক্ষেত্রে তাদের পুঁজি নিয়োগ করা অধিক প্রয়োজন। তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে কৃষি উৎপাদন, কৃষিপণ্যের বাজার ও কৃষিজমি গ্রাস করতে চলেছে। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক ইতিমধ্যেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং এর ফলে আরও হবে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বলছে ১৯৯৫ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৮০ জন কৃষক ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। একচেটিয়া পুঁজি এখন সবরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কৃষি উৎপাদন এমনকী খুচরো ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলোও গ্রাস করতে চাইছে। বিজেপি সরকার বিভিন্ন রকম উপায়ে একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থার কাঙ্খিত সর্বোচ্চ মুনাফার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। যার ফলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি যে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা প্রাক অতিমারির হিসাব অনুযায়ী ৯.৯ কোটি থেকে কমে ৬.৬ কোটি হয়েছে। ভাবুন আপনারা! এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৩ কোটি মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বহারা ও আধা সর্বহারাতে পরিণত হয়েছে।

এই আন্দোলনে ছোট-বড় কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক সহ সর্বস্তরের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকরা তাদের সাথে সামিল হয়েছেন। প্রত্যেকে এই সার্বজনীন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ। এটা শুধু চাষিদের আন্দোলন নয়। আমাদের প্রত্যেকের খাদ্য প্রয়োজন। যদি কৃষিজমি ও কৃষিবাজার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায় তা হলে ভবিষ্যতে কী ঘটবে? তারাই জিনিসপত্রের দাম ঠিক করবে এবং সব কিছুর দাম আরও ঊর্ধ্বগামী হবে। ১৩৬ কোটি মানুষের জীবন ছারখার হয়ে যাবে। তাই এই আন্দোলন দেশের প্রত্যেকটি মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই।

প্রথমত, এই আন্দোলন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ বা তার সংলগ্ন এলাকাগুলোরই শুধু নয়। এই আইন যদি বলবৎ হয়ে যায়, যদি প্রত্যাহার করা না হয় তা হলে দেশের সকল কৃষকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই আন্দোলন দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষের আন্দোলন।

পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস করায় তার নিজস্ব বাজার আজ সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কারণেই কৃষিক্ষেত্রে তাদের পুঁজি নিয়োগ করা অধিক প্রয়োজন। তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে কৃষি উৎপাদন, কৃষিপণ্যের বাজার ও কৃষিজমি গ্রাস করতে চলেছে।

ইতিমধ্যে সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্র যেমন— রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রেল, বিমা, সড়ক, বিমান ও জাহাজ বন্দর, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অধিক মুনাফা ও লালসা পূরণের স্বার্থে বেসরকারিকরণ করেছে। একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখন গড় মুনাফায় সন্তুষ্ট নয়, তাদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ মুনাফা। বর্তমানে এটাই একচেটিয়া পুঁজিবাদের নিয়ম। সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থেই তারা সর্বাধিক শ্রমিক শোষণ চালাচ্ছে। ব্যাপকভাবে ছাঁটাই, বেকারি বাড়ছে, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প আর কোনও পথ জনসাধারণের সামনে নেই। বর্তমান আন্দোলন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই আন্দোলনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা সকলের শিক্ষণীয়। ভারতবর্ষে অতীতের বিভিন্ন গণআন্দোলনে জনগণ তাদের শত্রু হিসাবে দেখেছে শুধুই সরকারকে। কিন্তু বর্তমান এই আন্দোলনে কৃষকরা স্লোগান তুলেছে একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে। তাদের কাছে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির সেবাদাস ছাড়া নরেন্দ্র মোদি আর কিছুই নয়। মোদি সরকার তাদের শত্রু হলেও আসল শত্রু যে পর্দার আড়ালে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলি— আন্দোলনের এই উপলব্ধি অনন্য। নিঃসন্দেহে প্রকৃত শত্রু সম্পর্কে এটা যথার্থ উন্নত স্তরের উপলব্ধি। বেশ কয়েক বছর আগে আমরা দেখেছি আমেরিকায় ৭ মাসব্যাপী 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন। যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল শিক্ষিত জনসাধারণ, বেকার যুবক, ছাঁটাই শ্রমিক, ছাত্র-যুব-মহিলারা। কিন্তু এই কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা, যাদের ভাবা হয় অশিক্ষিত, অলস, জড়োসড়ো, অসহায়, রাজনৈতিক অসচেতন, অসংগঠিত, তারা কিন্তু এই আন্দোলনে নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এটাও এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

এই অসংগঠিত কৃষকরাই আজ সংগঠিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে ৬০০-র বেশি কৃষক এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন এবং আরও প্রাণ দিতে তাঁরা প্রস্তুত। সাধারণত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মানুষ প্রাণ হারায়, কিন্তু প্রবল শৈত্য প্রবাহে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে, বর্ষায়, রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছেন অনেকে, তবুও আন্দোলনের ময়দান ছেড়ে তাঁরা কেউ যাননি। চোখের সামনে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের এই অটুট মনোবল এক অভূতপূর্ব ঘটনা, আগামী দিনে বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলনে যা প্রেরণা জোগাবে।

বনধের দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় রাস্তা অবরোধ

'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে শুরুর দিন থেকেই আমাদের পার্টি সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা নিয়ে সামিল হয়েছে। আমাদের কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস সহ ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের কর্মীরা এবং মেডিকেল ইউনিটের চিকিৎসকরা পূর্ণশক্তি, আবেগ ও সামর্থ্য দিয়ে এই আন্দোলনে নিয়োজিত আছে। আমরা কোনও নির্বাচনী স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ও জয়যুক্ত করার জন্যই এই সংগ্রামে আছি। সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করাই কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের কর্তব্য মনে করি।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জানি একমাত্র গণআন্দোলনের মাধ্যমেই জনসাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করে। শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তারা চিনতে শেখে কে তার আসল বন্ধু, কে তার আসল শত্রু, আর কে ছদ্মবেশী বন্ধু। মার্ক্সবাদী হিসাবে, মহান মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি, একমাত্র আন্দোলনেই জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনার আলো স্ফূরিত হয়, মানুষ বুঝতে পারে একতার শক্তি কত। তার দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্ত প্রসারিত হয়, মনোবল শক্তিশালী হয়, ফলে ভবিষ্যতে লড়াইয়ের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। তাই গণআন্দোলনের মাধ্যমে খুব অল্প সময়েই জনগণ মূল্যবান শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। আরও কোটি কোটি বেকার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। এর কারণ কী? এর জন্য দায়ী কে? দায়ী এই পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনগণের রক্ত চুষে মানুষকে শোষণ করে তাদের মুনাফার পিপাসা নিবারণ করে। এই অবস্থায় মানুষ ক্ষুধার্ত হয়ে ছটফট করছে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে।

আপনারা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডোমের চাকরির ৭টি শূন্য পদে আবেদন চাওয়া হয়েছিল, তাতে আবেদন করেছে ১০০ জন ইঞ্জিনিয়ার, ২০০০ স্নাতক, ১০০০ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা। একইভাবে ২০০টি পিয়নের পদের জন্য উত্তরপ্রদেশে কিছুদিন আগে আবেদন করেছে প্রায় লক্ষাধিক উচ্চ ডিগ্রিধারী যুবক-যুবতী। ঝাড়ুদারের পদের জন্যও একই ঘটনা দেখা গেছে তামিলনাড়ুতেও।

অতি সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন বলেছেন, ভারতে প্রতি ১০ জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ৬ জন বেকার। সে সংখ্যা বাদ দিলেও দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কোটি কোটি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কোটি কোটি বেকার যুবক ও শ্রমিক কর্মচারীর ছাঁটাইয়ের জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি। এই বহুজাতিক সংস্থা ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেই গড়ে উঠেছে কৃষক আন্দোলন। সেই দিক থেকেও এই ছাঁটাই শ্রমিক, কর্মহীন বেকার, যাদের চাকরি চলে যেতে বসেছে, তাদেরকেও বুঝতে হবে যে "এটা আমাদেরই আন্দোলন" এবং অবশ্যই এই আন্দোলনের সাথে থেকে তাদের শক্তি জোগাতে হবে।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও গৈরিকীকরণে আজ ছাত্ররা আক্রান্ত। তাদের বুঝতে হবে এর জন্য দায়ী কে? এর জন্যও দায়ী সেই

চারের পাতায় দেখুন

এই আন্দোলন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে

তিনের পাতার পর

বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী। কারণ, পুঁজিবাদ আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করছে। এই কারণেই তারা চিন্তা করার ক্ষমতা, যুক্তিসঙ্গত মানসিক শক্তি, বৈজ্ঞানিক মননকে ধ্বংস করতে চাইছে। ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃতেরা যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস লিখছে। সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে মুছে ফেলে পৌরাণিক কাহিনিকে ইতিহাস হিসাবে দেখাতে চাইছে। বিজ্ঞানের পরিবর্তে চলছে মায়াবিদ্যার প্রচার। আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, ধর্মভিত্তিক মানসিকতা, অন্ধবিশ্বাস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী মননকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তাই আজ ছাত্র সমাজকেও বুঝতে হবে এই কৃষক আন্দোলন একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিকের বিরুদ্ধে। ফলে এটা তাদেরও আন্দোলন।

অতীতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, আইন-ব্যবস্থা ইত্যাদি পেশাকে সম্মানজনক ও মহৎ পেশা হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদ এই পেশাজীবীদের শিক্ষিত বেতনভুক শ্রমিকে পরিণত করেছে। তাদের কোনও মর্যাদা নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের আড়ালে চলছে ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র। এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নেই, এমনকি ভিন্ন মত প্রকাশ করা এবং প্রতিবাদ করারও অধিকার নেই। সমস্ত অধিকারকে নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় একমাত্র স্বাধীনতা আছে শুধু পুঁজিপতিদের শোষণের মেশিন চালানোর, যাতে মানুষরূপী কাঁচামালের অর্থাৎ শোষিত মানুষের হাড়-মাংস চূর্ণবিচূর্ণ করা যায়। এই কৃষক আন্দোলন দানবীয় ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। তাই সকলকেই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে।

আর একটি ভয়াবহ দিকও লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতিদিন একেবারে শিশুকন্যা থেকে শুরু করে নব্বই, একশো বছরের মহিলারা পর্যন্ত আজ ধর্ষিতা হচ্ছেন। এমনকি বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণ করছে এ অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নারীপাচার একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু শুধু তার দ্বারা কি এই অপরাধের মূল কারণ বন্ধ হতে পারে? এই ঘটনা আজ ঘটছে কেন? এই অপরাধীরা হল বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি। এরা না মানুষ না পশু। এরা এই আধুনিক অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ সৃষ্ট একধরনের মনুষ্যেতর জীব, এক ধরনের নতুন প্রজাতি। এই পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনে নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করছে। ভারতীয় নবজাগরণের মহান মনীষী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায়, তিলক, নেতাজি, মহান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি ভি রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, স্বাধীনতা আন্দোলনের শহিদ সূর্য সেন, বাঘা যতীন, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভুলিয়ে দিতে চাইছে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে চাইছে যাতে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম এই সব বড় মানুষদের জানতে না পারে এবং এঁদেরকে ভুলে যায়। তারা বর্তমান প্রজন্মকে মদ-জুয়া-সাট্টা, ব্লু ফিল্ম, নোংরা যৌনতায় নিমজ্জিত করছে। মাদকাশক্তির মতো যৌনতাতেও নিমগ্ন রাখার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষ এমন জিনিস আগে কখনও দেখেছে? এটাই কি সভ্যতার অগ্রগতি? এর জন্য দায়ী কে? এই পুঁজিপতিরা এবং তারা যাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে সেই রাজনৈতিক দাসেরা— তারাই এর জন্য দায়ী। এই কৃষক আন্দোলন সেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নীতি-নৈতিকতা সহ সমস্ত দিক থেকেই আজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। গোটা সমাজটাই আজ প্রায় পচে গেছে। পারিবারিক জীবনে শান্তি নেই, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কখনও সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে, তাদের ঘর থেকে বের করে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসছে, তারা বিলাপ করছে, আবার একদল বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে— যেখানে তারা মৃত্যুর দিন গোনে। পুঁজিবাদ অর্থ এবং মুনাফা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। দেশ, জনসাধারণের জন্য পুঁজিপতিদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এই অতিমারির সময়েও তারা কত আয় করেছে। এই অতিমারির সময়ে দেশের ১০০ জন কোটিপতি ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে যেখানে কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়েছে, ছাঁটাই হয়ে প্রায় রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। ভারতের মাত্র ১ শতাংশ লোক মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯৫.৩ কোটি লোকের মোট সম্পত্তির চারগুণ সম্পত্তির অধিকারী। পুঁজি কী ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় দেখুন। জনসংখ্যার এক শতাংশ লোক জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোকের মোট সম্পত্তির চার গুণ সম্পত্তির অধিকারী। পুঁজিবাদের নিয়ম অনুসারেই পুঁজি আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

বনধের দিন কোচবিহারে বিশাল মিছিল

সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সরকার, কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিরা একত্রে বসে এই আন্দোলনের একটা মীমাংসা করুক। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ১ জানুয়ারি, ২০২১ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি কমিউনিস্ট পার্টির কথা না হয় বাদই দিলাম, নিদেনপক্ষে একটি বামপন্থী পার্টিও কি এই কথা বলতে পারে? সিপিআই(এম)-এর সৎ এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কর্মী-সমর্থকদের এগুলি বিচার করে দেখতে হবে।

ভারতবর্ষের ১৩৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ কোটি মানুষ দৈনিক ২০ টাকা রোজগার করে। তারা জীবনধারণ করবে কীভাবে? কোটি কোটি গরিব মানুষ ডাস্টবিনে ধনী লোকেদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কোটি কোটি শিশু রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা জানে না তাদের বাবা-মা কে, তাদের বাড়ি কোথায়, তারা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের উন্নয়ন! পুঁজিবাদ আজ মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং এই কৃষক আন্দোলন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই এই আন্দোলনে শুধু যোগদানই নয়, একে শক্তিশালী করাও হচ্ছে আজ আমাদের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সিপিআই(এম)-এর মতো বৃহৎ বামপন্থী পার্টির নেতারা এই আন্দোলনে শুধুমাত্র মৌখিক ভূমিকা পালন করছে। আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন, গত ৩০ ডিসেম্বর সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সরকার, কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিরা একত্রে বসে এই আন্দোলনের একটা মীমাংসা করুক। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ১ জানুয়ারি, ২০২১ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি কমিউনিস্ট পার্টির কথা না হয় বাদই দিলাম, নিদেনপক্ষে একটি বামপন্থী পার্টিও কি এই কথা বলতে পারে? যদি সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে, তাদের সমস্ত শক্তিকে যুক্ত করে এই কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারত, তা হলে বর্তমান পরিস্থিতি অন্য রকম হত।

যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি না হলেও ১৯৫০ ও তার পরবর্তীকালে কিছুদিন অবিভক্ত সিপিআই-এর একটা সংগ্রামী ভূমিকা ছিল। ১৯৬৪ সালে সিপিআই(এম) তৈরি হওয়ার পর ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তারাও কিছু কিছু আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরেই তাদের রূপ বদলাতে শুরু করে। অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টিগুলির মতোই তারাও কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে পুলিশ পাঠায়, গুলি চালায়। তখন থেকেই আপনারা দেখতে পাবেন, সিপিআই(এম) কোনও রাজ্যেই যথার্থ কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেনি। তারা কিছু বিবৃতি দেয়, কিছু প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করে, অথবা কিছু আন্দোলনের মহড়া দেয় শুধুমাত্র কিছু ভোট পাওয়ার আশায়। ইতিপূর্বে এরা সমস্তরকম বামপন্থী নৈতিকতাকে পদদলিত করে কখনও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মোকাবিলা করার নামে শাসক বুর্জোয়া দল অর্থাৎ কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আবার কখনও কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য জনতা পার্টি (যার মধ্যে আরএসএস, জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী শক্তি ছিল)-র সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে। এখন তারা আবার পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় যেভাবেই হোক কিছু সিট পাওয়ার আশায় কংগ্রেস এবং অন্যান্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলের সাথে ঐক্য করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদী নামের আড়ালে এটি এখন একটি ভোটসর্বস্ব দলে পরিণত হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর সৎ এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কর্মী-সমর্থকদের এগুলি বিচার করে দেখতে হবে। কংগ্রেস অথবা অন্যান্য সমস্ত আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি কখনও কোনও আন্দোলনে আসেনি এবং আসবেও না। কারণ শুধুমাত্র শাসকদলই নয়, এই সমস্ত পার্টিগুলি এমনকি সিপিআই, সিপিআই(এম) ও একচেটিয়া পুঁজির কাছে বাঁধা পড়ে আছে। তারা ইলেকশন বন্ডের মাধ্যমে তাদের ভোটের ফান্ড তোলে। তাদের ফান্ডে টাকা কে দেয়? সমস্ত পার্টিগুলি এই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজির থেকে কম-বেশি তাদের ফান্ড সংগ্রহ করে। এই খবর ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তা হলে তারা কী ভাবে এই একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়তে পারে? আমরা এই সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সৎ কর্মী-সমর্থক-দরদিদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি— গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনের স্বার্থে আপনারা সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করে এই কৃষক আন্দোলনে যোগদান করুন এবং আপনাদের নেতৃত্বকেও বাধ্য করুন এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে-ই গড়ে তুলুক না কেন, আন্দোলনের দাবি যদি ন্যায্য হয়, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ যদি তাতে যুক্ত হয়, আমাদের দলকে ডাকুক, না ডাকুক বা আমাদের দল নেতৃত্বে থাকুক, না থাকুক, আমরা সেই আন্দোলনে অবশ্যই যোগদান করি। আমরা সেই সংগ্রামে যোগদান করি, সেই সংগ্রামকে শক্তিশালী করি একটি বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি আবার আপনাদের সবার

সাতের পাতায় দেখুন

অন্নদাতা কৃষকরা বিপন্ন বুঝেই সমাজের সব পেশার মানুষ আন্দোলনের পাশে

একের পাতার পর

মোর্চা)-র শরিক সংগঠনগুলি, বিশেষ করে এআইকেকেএমএস বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিনই বিক্ষোভ, ধরনা, অনশন, অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে গত বছর গ্রামীণ ভারত বনধ হয়েছে, ভারত জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটও হয়েছে কয়েকবার। কয়েক কোটি মানুষ ধর্মঘট সফল করতে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছে। দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র-যুব-মহিলারাও আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। অভিনেতা থেকে গায়ক, ক্রীড়াবিদ— একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আন্দোলনকে সমর্থন করছেন প্রকাশ্যে। সরকারের দেওয়া পদক ফিরিয়ে দিয়েছেন অনেকেই। ২৭ সেপ্টেম্বরের ভারত বনধের দিন দেখা গেল হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের পাশাপশি উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, ঝাড়খণ্ডেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। বিজেপি সরকারের দেখানো ভয় ভীতি উপেক্ষা করে আসাম, কর্নাটকের মতো রাজ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, ওড়িশা, তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে কৃষক-শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় নেমেছেন। পশ্চিমবঙ্গে উত্তরবঙ্গ জুড়ে বনধ ছিল প্রায় সর্বাত্মক। দক্ষিণবঙ্গেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর সহ সর্বত্র পরিবহণ, বাজার সমস্ত কিছু প্রায় স্তব্ধ ছিল। এ আই ইউ টি ইউ সি সহ বেশকিছু শ্রমিক সংগঠন যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে এই আন্দোলনের পাশে। শ্রমিকদের সাথে ছাত্র-যুব-মহিলারাও আছেন আন্দোলনের পাশে। তাঁরা বলছেন কৃষক অন্নদাতা। শুধু সে আজ বিপন্ন তাই নয়, এই আইন সমস্ত গরিব মধ্যবিত্তের জীবনে আক্রমণ তীব্রতর করবে— এটা উপলব্ধি করে সমাজের বাকি অংশের সব পেশার মানুষ আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলছেন এই কৃষিনীতি 'যুগান্তকারী', 'ঐতিহাসিক'। তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ তিনি বলেছেন, এই আইনে কৃষকদের দীর্ঘ দিনের শৃঙ্খল মোচন ঘটেছে। সত্যিই কি তাই?

উত্তর ঃ এই কৃষিনীতি সত্যিই যুগান্তকারী। কিন্তু তা কৃষকের স্বার্থে যুগান্তকারী নয়, আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে যুগান্তকারী।

এই কৃষিনীতিকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শৃঙ্খল মোচনকারী। বাস্তবে কৃষকরা কোথায় শৃঙ্খলিত এবং সেই শৃঙ্খলটিই বা কী? শৃঙ্খলটা আজ প্রকাশ্যে এবং তা হল— পুঁজির শোষণের শৃঙ্খল, যে শৃঙ্খলে কৃষক ইতিমধ্যেই বাঁধা পড়েছে। যে সার, বীজ, কীটনাশক দিয়ে কৃষক চাষ করে তার কোনওটির উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বড় বড় পুঁজিপতিদের। তারা যে দাম নির্ধারণ করে কৃষক সেই দামে কিনতে বাধ্য হয়। আবার ফসল বিক্রির সময় কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা বড় বড় কোম্পানির মালিকরা যেটুকু দাম দেবে, সেই দামেই কৃষককে বিক্রি করতে হবে। দাম ঠিক করার অধিকার বা স্বাধীনতা কিছুই কৃষকের নেই। সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল বলে বৃহৎ ব্যবসায়ী বা তাদের এজেন্টরা কৃষকদের এভাবে শোষণ করেই চলেছে। নতুন কৃষি আইনে সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা আরও দুর্বল হবে, বেচাকেনার মান্ডিগুলো অকার্যকরী হয়ে যাবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও (এমএসপি) উঠে যাবে। সরকার যতই বলুক এমএসপি থাকছে, নতুন কৃষি আইনে এমএসপি-র অস্তিত্বকে স্বীকারই করা হয়নি। ফলে এমএসপি-তে ফসল কেনার দায় সরকারের নিজেরই থাকছে না, বেসরকারি কোম্পানির ক্ষেত্রে তো তার প্রশ্নই নেই। এই কৃষি আইনে শৃঙ্খল মোচনের পরিবর্তে কৃষকরা পুঁজিপতিদের শোষণের শৃঙ্খলে আরও বেশি বেশি করে বাঁধা পড়বে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম কৃষি আইনটি মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কিত। এতে মান্ডির বাইরেও কৃষিপণ্য বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে বৃহৎ কৃষি বাণিজ্য-কোম্পানিগুলি সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনবে। কোনও মধ্যসত্বভোগী থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, এতে কৃষক ন্যায্য দাম পাবে।

উত্তর ঃ প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সাথে বাস্তবের কোনও মিল নেই। বর্তমানে মান্ডি এবং মান্ডির বাইরে দু'জায়গাতেই বেচাকেনার ব্যবস্থা আছে। যেখানে মান্ডি নেই, সেখানে কি এখন কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে? বৃহৎ ব্যবসায়ী ও তাদের এজেন্টদের শক্তিশালী চক্র দাম নামিয়ে দিচ্ছে। মান্ডি থাকলে সেখানে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে। নতুন কৃষি আইনে মান্ডির বাইরে বিক্রির বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বড় বড় বহুজাতিক এগ্রো কোম্পানিরা কৃষিপণ্য কিনবে। কিন্তু পুঁজি মালিকদের চরিত্র অনুযায়ী তারা সর্বদাই চেষ্টা করবে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের। কৃষককে সবচেয়ে কম না দিলে তা কি সম্ভব? বাস্তব জ্ঞান বলে, না! কোম্পানির মুনাফা জোগাতে বলি দেওয়া হবে কৃষককে।

মান্ডির বাইরে বিক্রির অধিকার দিতে হবে— এটা কোনও দিনই কৃষকের দাবি ছিল না। কৃষকের দাবি ছিল, সরকারকে সরাসরি ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে। কারণ যুগযুগ ধরে সে প্রতারিত হচ্ছে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও তার এজেন্টদের দ্বারা। মান্ডির বাইরে বিক্রির অধিকার দেওয়ার দাবি তুলেছে খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া মালিকরা। তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিপতিরা খাদ্য পণ্যের ব্যবসায় ঢুকতে দীর্ঘ দিন ধরে সরকারের উপর চাপ বাড়াচ্ছিল যাতে সরকার পুরনো আইন বাতিল করে একটা নতুন আইন করে দেয়। এদের খুশি করতেই সরকার নতুন কৃষি আইন এনেছে।

২৮ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে মহাপঞ্চায়েতে বক্তব্য রাখছেন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান

কৃষিপণ্য কেনার অধিকার বৃহৎ পুঁজিমালিকদের দিয়ে দিলে বিপদটা দু'জায়গায়। প্রথমত, সে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে প্রভাব খাটিয়ে কৃষককে কম দাম দেবে। দ্বিতীয়ত, সে খাদ্য পণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ইচ্ছা মতো দাম বাড়াবে। এতে গ্রামের কৃষক থেকে শুরু করে শহরের সমস্ত ক্রেতার জীবন তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হবে। অনাহারে মরার উপক্রম হবে।

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় কৃষি আইনটি মজুতদারি সম্পর্কিত। এতে মজুতের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যক পণ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, গম, তৈলবীজ, আলু, পেঁয়াজ— এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে। এতে মজুতদারি বাড়বে। সরষের তেল যে ২০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে তা কি এই আইনের ফল?

উত্তর ঃ পুঁজিপতিদের দালাল একদল বলছেন, মজুতদারির সুযোগ থাকলেই কি ইচ্ছামতো মজুতদারি হবে? প্রথমত, মজুতদারদের কারসাজিতে কী ভাবে দাম বাড়ে তা কি দেশের মানুষের অজানা? তা হলে যথেচ্ছ মজুতদারি বৈধ করতে আইন করা হল কেন? কেনই বা আইন পাশের আগেই রিলায়েন্স-আদানিদের মতো দৈত্যাকার কর্পোরেটগুলো বড় বড় গোডাউন বানিয়ে মজুতদারির পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে? মজুতদারিতে লাভ পুঁজিপতিশ্রেণির। তারা কম দামে পণ্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। এই মজুতদারির জন্যই গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পেঁয়াজ হয়েছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি, আলু হল ৪০-৫০ টাকা কেজি। সরষের তেলের কেজি এখন ২০০ টাকা ছাড়িয়েছে। অথচ দেশে সরষে চাষ কম হয়নি, চাষিও বাড়তি কোনও দাম পায়নি। তা হলে দাম বাড়ল কেন? সংবাদমাধ্যমই জানাচ্ছে ফরচুন ব্র্যান্ডের মালিক আদানি গোষ্ঠী, যে প্রধানমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ— বিপুল পরিমাণ সরষে মজুত করেছে। এভাবেই জনগণের পকেট কাটছে তারা।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু দেশের বহু পণ্যের বাজারই তো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে!

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই। কিন্তু এর বিপদটা কোথায়? প্রথমত, একচেটিয়া কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি জিনিসের দাম লাগাম ছাড়া। দ্বিতীয়ত, খাদ্যের সাথে বিলাসদ্রব্যের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ মুনাফাখোরদের হাতে ছেড়ে দিলে তারা মুনাফা লুটতে ইচ্ছামতো দাম বাড়াবেই এবং মানুষ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা কিনতে বাধ্য থাকবে। কারণ খাদ্য ছাড়া বাঁচা যায় না। সরকার পুঁজিপতিদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাদের কাছে পুঁজিপতিরা নির্দেশ পাঠাচ্ছে, অন্য পণ্যের মতো খাদ্যের বাজারও মুক্ত করে দাও। কারণ তীব্র মন্দায় হাবুডুবু খাওয়া পুঁজিপতিরা জানে যেভাবে হোক মানুষ খাদ্য কিনবে। এই বাজারের একটা স্থায়িত্ব আছে। সে জন্য তারা খাদ্য ব্যবসায় ঢুকতে চাইছে। এর পরিণাম ভয়াবহ। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে খাদ্যের ব্যবসা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় তদারকিতেই। তা ছাড়া খাদ্যের ব্যবসায় কর্পোরেটরা ঢুকলে দেশের লক্ষ লক্ষ খুচরো ব্যবসায়ী উচ্ছেদ হবে।

প্রশ্ন ঃ একদল প্রচার করেন, বাজারে অনেক বহুজাতিক পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে প্রতিযোগিতায় দাম কমার তো একটা সুযোগ থাকেই।

উত্তর ঃ এটা একেবারেই ভুল ধারণা। ওষুধের বাজারে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ তো রয়েছে। তাতে কি দাম কমেছে? নাকি বেড়েই চলেছে? বহু রাজ্যে একাধিক কোম্পানি বিদ্যুৎ দেয়, তাতে বিদ্যুতের দাম কমেনি। কৃষিপণ্যের বাজারে বৃহৎ পুঁজিমালিকরা এলে তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে চাষির কাছ থেকে কেনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকম দাম কমাবে এবং বিক্রির সময় তা ইচ্ছে মতো বাড়াবে। প্রতিযোগিতায় দাম কমে— এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বস্তাপচা, অতি সরলীকৃত একটা তত্ত্ব। অবাধ প্রতিযোগিতার সে যুগ বহুকাল আগেই গত হয়েছে। কৃষকরা বারবার ঠকতে ঠকতে এই সত্য সহজেই বোঝেন। তাই তাঁরা আন্দোলনে।

প্রশ্ন ঃ তৃতীয় কৃষি আইনটি হল চুক্তি চাষ সম্পর্কিত। এই আইনে কর্পোরেটরা চাষির সঙ্গে ফসল কেনায় চুক্তিবদ্ধ হবে। বলা হচ্ছে এটি কৃষকের পক্ষে লাভজনক। কারণ চুক্তিমাফিক সে দাম পাবে। ফড়েদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনও ব্যাপারই নেই। এই আইন নিয়ে চাষিদের আপত্তি কোথায় এবং কেন?

উত্তর ঃ চুক্তি চাষ নিয়ে আপত্তির কারণ বহু। প্রথমত, চাষ করতে হবে বহুজাতিক কোম্পানির চাহিদা মতো। তারা যে ফসল চাষ করতে বলবে, কৃষককে সেটাই করতে হবে। অর্থাৎ চাষের ব্যাপারে কৃষকের স্বাধীনতা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, চুক্তি চাষে কৃষক বেশি দাম পাবে— এ যুক্তি ঠিক নয়। বাজারের গড়পড়তা দামের থেকে বেশি দাম কৃষককে একচেটিয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে তোলাবাজি

আর জি কর মেডিকেল কলেজে টিএমসিপি-র এক ফেসবুক পেজ থেকে তাদের দলের দুই নেতা ডাঃ অতীন ঘোষ এবং ডাঃ সুদীপ্ত রায় এর যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেছেন যে হস্টেলগুলিতে সাধারণ ছাত্রদের থেকে জোর করে টাকা আদায়, হুমকি, জুলুম, সিন্ডিকেট চলে।

এআইডিএসও মেডিকেল ইউনিটের আহ্বায়ক ডাঃ সামস মুসাফির এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যের মেডিকেল কলেজ হস্টেলগুলিতে পূর্বতন শাসকদলের ধারাবাহিকতায় বর্তমান শাসকদলের ছাত্রসংগঠন টিএমসিপি-র দাদাগিরি, তোলাবাজি, রিগিং সহ নানা অপসংস্কৃতির লাগামহীন বাড়বাড়ন্ত চলছে। দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে বর্তমানে বিষয়গুলি সামনে আসছে। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদতেই দিনের পর দিন এইসব ঘটনা ঘটছে। কোনও ছাত্র কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে তদন্ত হয় না, শাস্তি হয় না বরং প্রতিবাদীর জোটে মারধর, হস্টেল থেকে বের করে দেওয়া, ফেল করিয়ে দেবার হুমকি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও চোখ রাঙিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করে।

টিএমসিপি নেতাদের আড়াল করা এখন কলেজের প্রশাসনগুলির পবিত্র কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি একাধিক কলেজে এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদী এআইডিএসও সদস্য-সমর্থকদের উপর চড়াও হয়েছে টিএসসিপি, কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। ডাঃ সামস প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি করেন।

পাকা রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ দক্ষিণ দিনাজপুরে

২০১৪ সাল থেকে এলাকার মানুষ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রসুলপুর থেকে চণ্ডীতলা পর্যন্ত পাকা রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছেন প্রশাসনের কাছে। এখনও পর্যন্ত রাস্তা পাকা হয়নি। এই অবস্থায় রসুলপুর আঙ্গারুন পিছলা রাস্তা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ১ অক্টোবর জেলাশাসক ও জেলা সভাধিপতির কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়।

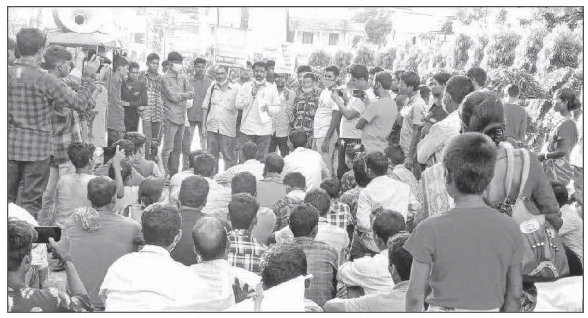

গ্রামবাসীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সভাপতি কানাই মহাতো, সম্পাদক হরিশ মাহাতো, কমিটির সদস্য পালট সরকার, সোনা দেব শর্মা এবং কমিটির উপদেষ্টা বীরেন মহন্ত। জেলা সভাধিপতির পক্ষ থেকে কর্মাধ্যক্ষ আন্দোলনকারীদের সামনে এসে মাইকে ঘোষণা করেন, ৩ কিমি রাস্তা আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হবে, বাকিটা ২০২২ অর্থবর্ষে করা হবে। এই প্রতিশ্রুতিতে আন্দোলনকারীরা অবস্থান-বিক্ষোভ তুলে নেয়।

তমলুকে খাল সংস্কারের দাবি আদায়

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে কচুরিপানা এবং জঞ্জালে ভরা সোয়াদিঘি খাল অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে খাল সংস্কার সমিতি ২৩ সেপ্টেম্বর রামতারকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিডিও এবং সেচ দপ্তরের এসডিও অবরোধ স্থলে উপস্থিত হয়ে খাল সংস্কারের আশ্বাস দেন। আধিকারিকরা সমিতির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে খাল পরিদর্শনে যেতে বাধ্য হন।

অবরোধে নেতৃত্ব দেন সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বেরা, অশোক মাইতি, চন্দ্রমোহন মানিক, ধীরেন্দ্র নাথ সাঁতরা, অরুণ কুমার বালা, প্রশান্ত সামন্ত প্রমুখ।

চাকরির দাবিতে যুব সংসদ মধ্যপ্রদেশে

'মুভমেন্ট এগেনস্ট আনএমপ্লয়মেন্ট' বেকারত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে জেলায় জেলায় সংগঠিত হচ্ছে যুব সংসদ। সংসদের আদলে হলেও এই সভা ধ্বনিত করছে যুবকদের প্রতিবাদ। ১৯ সেপ্টেম্বর গুনা জেলার সংসদে বেকারভাতা, চাকরির পরীক্ষায় ফি না নেওয়া, বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডে নিয়োগ ক্যালেন্ডার প্রকাশ প্রভৃতি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সংসদ থেকে জেলাগত আন্দোলনের কমিটি নির্বাচিত হয়।

বৃহৎ পুঁজিপতিরা নিশ্চিত মুনাফার স্বার্থে কৃষিকে দখল করতে চাইছে

পাঁচের পাতার পর

মালিকরা দেবে কেন? বাস্তবে চুক্তি হবে সম্ভাব্য গড়পড়তা দামের থেকে কম দামেই। তাছাড়া চুক্তি অনুযায়ী যে দামে কৃষক ফসল বিক্রি করল, পরে যদি দাম বেশি হয় তা হলে তার লোকসান হবে।

তৃতীয়ত, চুক্তি হবে বিশেষ গুণমানের ফসলের ভিত্তিতে। সেই গুণমানের ফসল যদি প্রাকৃতিক কোনও কারণে না ফলে? যদি বৃষ্টিপাতের তারতম্য, আবহাওয়ার তারতম্য, কীটপতঙ্গের উৎপাত ইত্যাদি কারণে ফসল সেই গুণমানের না হয়? তা হলে সেই ফসল কোম্পানি নাও কিনবে না। কোম্পানি চাষিকে দায়ী করবে চুক্তিভঙ্গ কারী হিসাবে। তখন যদি বিশেষ গুণমানের ফসল না দেওয়ার জন্য ব্যবসার ক্ষতি দেখিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে তারা, কৃষক দেবে কোত্থেকে? নানা অজুহাতে কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করলে, কী করবে অসংগঠিত কৃষক? কৃষককে ফাঁদে ফেলার বিপদ থাকছেই।

চতুর্থত, কোম্পানির সাথে বিবাদ নিয়ে আদালতে যাওয়ার অধিকার নেই কৃষকের। স্থানীয় প্রশাসনের (ডিএম, এসডিও) দ্বারস্থ হতে হবে। সেই প্রশাসন টাকার থলির মালিকের বদলে চাষির পক্ষে থাকবে, এ আশা আদৌ বাস্তব কি? প্রশাসনের হাতেই বিচারের ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে সরকার। কার্যত বিচারব্যবস্থার উপরও এটা একটা আঘাত। প্রশাসনই হয়ে উঠছে বিচারক! যদিও আদালতে যেতে পারলেও সেখানে কি চাষি ন্যায় বিচার পেত? বিপুল অর্থবলে বলীয়ান কর্পোরেটদের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে কৃষক জিততে পারে? চুক্তি চাষ কৃষককে ফাঁদে ফেলার একটা মারাত্মক কৌশল।

প্রশ্ন ঃ নীতি আয়োগের বড় কর্তা অমিতাভ কান্ত কৃষি আইন পাশ হওয়ার পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, নব্বইয়ের (১৯৯০) আর্থিক সংস্কার এতদিনে কৃষিতেও এসে পৌঁছল। '৯০-এর আর্থিক সংস্কারের অভিমুখটা কী ছিল? তার সাথে বর্তমান কৃষি সংস্কারের সম্পর্কটিই বা কী?

উত্তর ঃ '৯০-এর আর্থিক সংস্কারটিকে বলা হয় এক কথায় এলপিজি। লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন। এর মূল কথা হল, একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের জন্য সব কিছু উদার করে দাও, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি সব তাদের হাতে তুলে দাও, আর বিশ্ব পুঁজির হাতে বাজার উন্মুক্ত করে দাও। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের হাত ধরে আসা এই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদী বাজারকে কিছুটা চাঙ্গা করা। সেদিনও একদল মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বায়নের ফল কী দাঁড়াল? ২০২১ সাল বিশ্বায়নের ৩০ বছর। নানা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়ন ব্যর্থ। পুঁজিবাদী বাজারে কোনও স্থায়িত্ব এল না। কেন এল না? কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতি মুহূর্তে মন্দার জন্ম দিয়ে চলেছে। এখন পুঁজিপতিরা বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে কৃষির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের চাপেই সরকার কৃষিপণ্যের বাজার পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেছেন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সংস্কার কংগ্রেস সরকারও আনতে চেয়েছিল।

উত্তর ঃ পুঁজিপতিদের অন্যতম বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে কংগ্রেস সরকারও শ্রম আইন, কৃষি আইন সংস্কার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নানা কারণে পারেনি। বিজেপি সরকার সেটা পারল পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে। এখন ভোট রাজনীতির অঙ্ক কষে কংগ্রেস কৃষিনীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছে। যে কংগ্রেস '৯০-এর আর্থিক সংস্কারের উদগাতা, যে কংগ্রেস কৃষি আইন সংস্কারের চেষ্টা করেছে, সেই কংগ্রেস কি আন্দোলনের শক্তি হতে পারে? দুর্ভাগ্য এই কংগ্রেসকেই আন্দোলনের শক্তি বলছে সিপিএম। কংগ্রেস কোথায় কৃষি নীতির বিরুদ্ধে লড়ছে? সিপিএমও কি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আন্দোলনে নেমেছে? ভোটের স্বার্থে যতটুকু আন্দোলন-আন্দোলন মহড়া দরকার তাই করছে।

প্রশ্ন ঃ কৃষি আইনের পক্ষে পুঁজিপতিরা, বিপক্ষে জনগণ। তা হলে আইনের চোখে সকলেই সমান— এই ধারণার ভিত্তি কী?

উত্তর ঃ আইনের চোখে সকলেই সমান— এই ধারণাকে কৃষক আন্দোলন জোর ধাক্কা দিয়েছে। শুধু কৃষি আইন কেন, ৪৪টি শ্রম আইন পাল্টে যে চারটি নতুন শ্রম আইন এনেছে মোদি সরকার, তার পক্ষে বাজনা বাজাচ্ছে মালিকরা, আর বিরুদ্ধে লড়ছে শ্রমিকরা। কারণ সেই আইন মালিকের স্বার্থে। আইন সবার জন্য সমান, বাস্তবে এটা একটা মিথ্যা কথা। পুঁজিবাদী সমাজে আইন সবার জন্য সমান— এটা লিখিত-পড়িত থাকলেও বাস্তবে আইন হচ্ছে মালিক শ্রেণির জন্য। পুঁজিবাদী সমাজে যে আইনে শ্রমিক-চাষিদের পক্ষে সামান্য হলেও কিছু উল্লেখ আছে— সেগুলিও মালিকরা দ্রুত বদলে ফেলছে। এর মধ্য দিয়ে কর্পোরেটদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম হচ্ছে, যা ফ্যাসিবাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ভারত বনধের দিন সড়ক অবরোধ

আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে গণকমিটি গড়ে তুলুন

চারের পাতার পর

কাছে আহ্বান জানাচ্ছি— এই সফল সর্বাত্মক ভারত বনধের পরেও এই আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য— যতদিন না আন্দোলনের দাবিগুলি অর্জিত হয়। তার জন্য আপনারা সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন, গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগ্রাম কমিটি, কারখানা ও শ্রমিক ব্যারাকে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি, ছাত্র-যুব সংগ্রাম কমিটি, মহিলা সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লেখান এই আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এমনকি আপনাদের নিজেদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। আন্দোলন ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া

১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়। তার আগে ৩ ফেব্রুয়ারি সিপিআই থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার জন্য। হয়ত তিনি সিপিআই-এর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি আবেদন করেছিলেন, শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন পাওয়া ও তাদের সংগঠিত করা প্রয়োজন। সেই দলের নাম হবে ... একটি কমিউনিস্ট পার্টি।

আপনারা কোনও দাবি আদায় করতে পারবেন না। যদি এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়, তা হলে শুধু যে দেশের কৃষকরাই লাভবান হবেন তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি দুর্বল হবে, সরকারি বুর্জোয়া দলগুলি দুর্বল হবে। দেশের শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর মধ্য দিয়ে আরও শক্তিশালী হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কৃষক আন্দোলনে আপনাদের সামিল হওয়া প্রয়োজন।

শেষ করার আগে আমি প্রথমে শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য থেকে কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই। ভগৎ সিং-এর যে বক্তব্যটি আমি শোনাব, সেটি এ দেশের অনেকেই জানেন না। ভগৎ সিংকে তাঁর বীর সাহসী চরিত্রের জন্য শহিদ-ঈ-আজম বলা হয়। সেই যুগের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ভগৎ সিং-ই যে বিপ্লবী ধারাকে বহন করেছেন শুধু তাই নয়, অহিংস গান্ধীবাদীদের শ্রেণিচরিত্র বোঝার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চিন্তাশক্তিও একমাত্র তাঁরই ছিল। তিনি এই নেতৃত্বকে এক্সপোজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''কলকারখানার মজুর আর খেতখামারের কৃষকরাই বিপ্লবী সংগ্রামের প্রকৃত সৈনিক।'' নোট করুন, তিনি শ্রমিক-কৃষকদের বলছেন 'প্রকৃত সৈনিক।' তারপর বলছেন, ''কিন্তু আমাদের বুর্জোয়া নেতারা' অর্থাৎ গান্ধীবাদী নেতারা "শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামে যুক্ত করতে চান না অথবা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবে বলে ভয় পান। তারা ভয় পান, কারণ তারা ভাবেন, সুপ্ত সিংহকে যদি তারা একবার জাগিয়ে তোলেন তা হলে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।" কৃষক-শ্রমিকদের ক্ষমতার উপর তিনি কী অপরিসীম বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন! ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়। তার আগে ৩ ফেব্রুয়ারি সিপিআই থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার জন্য। হয়ত তিনি সিপিআই-এর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি আবেদন করেছিলেন, "শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন পাওয়া ও তাদের সংগঠিত করা প্রয়োজন। সেই দলের নাম হবে ... একটি কমিউনিস্ট পার্টি। কঠোর শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের আন্দোলন গড়ে তুলে পরিচালনা করতে হবে। ...বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ... সেটা হচ্ছে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠন করা" (যুব রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি)।

বনধের দিন কলকাতায় মিছিল ছাত্রছাত্রীদের

সেই সময় অন্য কোনও নেতা এইভাবে ভাবতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে, পুলিশ অফিসার যখন তাঁকে ডাকতে এসেছে, তিনি বলেছিলেন, "আর একটু সময় আমাকে দাও, একজন মহান বিপ্লবীর সাথে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎ চলছে।" সেই মহান বিপ্লবী কে? মহান লেনিন। ভগৎ সিং মৃত্যুর পূর্বে লেনিনের জীবনী পড়ছিলেন। ভগৎ সিং হচ্ছেন প্রথম বিপ্লবী যিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সর্বপ্রথম 'ইনকিলাব-জিন্দাবাদ' স্লোগান তুলেছিলেন। একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার জন্য ভগৎ সিং ১৯৩১ সালে আবেদন করেছিলেন। ভারতবর্ষের বুকে প্রথম এই বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠতে আরও ১৭ বছর সময় লেগে যায়। ১৯৪৮ সালে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সকল বীর বিপ্লবী, শহিদ ও ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎদের স্বপ্নকে সফল করার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে ভারতবর্ষের বুকে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে তোলেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব কী ভাবে দিতে হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই শিক্ষা আমি এখন আপনাদের কাছে তুলে ধরব। তিনি বলছেন, "... বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে লড়াই হোক, মজুরদের মাইনে বৃদ্ধির লড়াই হোক, গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই হোক, জিনিসপত্রের দাম কমাবার লড়াই হোক, সস্তা দরে চাল দেওয়ার জন্য লড়াই হোক, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবদের যেকোনও দাবিতে যত লড়াই যেখানেই শুরু করুন, সেই লড়াইগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গড়ে তুলতে হবে। সেই লড়াইগুলোর শেষ লক্ষ্য হবে, অর্থাৎ লড়াইগুলোকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংঘর্ষের দিকে, বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দেশের অর্থনীতি, দেশের রাজনীতি, উৎপাদন, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য। এই যদি সমস্ত আন্দোলনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করেন, তা হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম ছাড়া আর সব রাস্তা ভ্রান্ত।" ছাত্রযুবকদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, "...প্রতিটি দেশে সমাজবিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র-যুবকরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান, হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, সংগঠিত করেন, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। ... জনসাধারণের কাছে যান, তাদের সংগঠিত করুন, তাদের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করুন, যাতে করে মেহনতি মানুষ একদিন নিজেরাই শক্তি অর্জন করে বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে।"

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে আমি আমাদের দলের সকল কর্মী-সমর্থক-দরদির কাছে আবেদন জানাব, এই কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা আপনাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করুন। মনে রাখবেন, মানুষের ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ প্রতিবাদ চাইছে, সংগ্রাম চাইছে। এটা আগে থেকে কখনই বোঝা সম্ভব নয় কখন এবং কোথায় শান্ত একটা পরিবেশের পরিবর্তে সংগ্রামের উত্তাল ঝড় আসবে। আমাদের সবসময় সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে এই ধরনের পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য, এই ধরনের সংগ্রামকে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। বর্তমানে সকল সংগ্রামে ও আন্দোলনে চাই মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শ ও পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবী নেতৃত্ব যেটা শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং ও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্ত করেছেন।

আমি আশা করি, এই বীরত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন অবশ্যই জয়ী হবে এবং এই জয়ের দ্বারা আমাদের দেশে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, হরিয়ানার কৃষকরা তাদের সরকারকে পরাস্ত করেছে। সরকারকে মাথা নিচু করে দাবি মানতে বাধ্য করেছে। একইভাবে এই আন্দোলনও জয়যুক্ত হবেই। সবাইকে লাল সেলাম জানিয়ে শেষ করছি।

জীবনাবসান

গত ৯ সেপ্টেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে প্রয়াত হলেন পুরুলিয়া জেলার দুবড়া এলাকার প্রবীণ সংগঠক কমরেড সুধীর রায়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। সত্তরের দশকে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কোনও স্থায়ী রুজি রোজগার না থাকলেও, পরিবারের কর্তা হয়েও তিনি দলের দায়িত্ব পালনে ছিলেন অবিচল এবং নিষ্ঠাবান। দলের কর্মসূচি রূপায়ণ অথবা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলন পরিচালনায় তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। এলাকার গরিব জনসাধারণ এবং জুনিয়র কমরেডদের তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র এবং অভিভাবকসম। এই বিরল চরিত্রের অধিকারী মানুষটি আত্মমর্যাদা বিকিয়ে কিছু পাওয়াকে ঘৃণা করতেন। তাই শত অভাব অনটন ও কষ্টের মাঝেও কখনও অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ আদর্শপ্রেমী সংগঠককে এবং এলাকার সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ এবং সংগ্রামী সাথীরা হারালেন তাঁদের প্রিয়জনকে।

কমরেড সুধীর রায় লাল সেলাম

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার অন্তর্গত চুনারডি গ্রামের প্রবীণ এসইউসিআই(সি) কর্মী কমরেড ধীরেন মুদি দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ৩ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

তিনি ১৯৭০-এর দশকে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের। গ্রামে-গঞ্জে সব্জি-মাছ বিক্রি করাই ছিল তাঁর জীবিকা। যেখানে যেতেন সঙ্গে থাকত 'গণদাবী' আর রঙের কৌটো, তুলি। পার্টির আদর্শ, আন্দোলন, কর্মসূচি গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। তাঁর এলাকায় এক সময় তাঁর হাত ধরেই দল পরিচিতি লাভ করে। প্রায় প্রতিটি মিটিং-মিছিলেই থাকত তাঁর উপস্থিতি। এক সময় চোখের দৃষ্টি কমে আসাতে তিনি আর সাইকেলে ঘোরাফেরা করতে পারতেন না। অবশেষে প্যারালিসিসে আক্রান্ত হন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড ধীরেন মুদি লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কৃষক হত্যার তীব্র নিন্দা এআইকেকেএমএস-এর

এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে উত্তরপ্রদেশে কৃষক হত্যার তীব্র নিন্দা করে বলেন, কৃষক হত্যার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র এবং অন্য বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হবে। মন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। তাঁরা দাবি করেন, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে কৃষকদের আক্রমণ করার জন্য দলীয় বাহিনিকে ডাক দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

এনআইওএইচ ঃ নাগরিক কনভেনশন

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ এবং মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার এর যৌথ উদ্যোগে ‘এনআইওএইচ-এনআইএলএলডি’ প্রতিষ্ঠানের জাতীয় মর্যাদা খর্ব করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং পরিকাঠামো উন্নত করার দাবিতে কলকাতার বনহুগলিতে ৪ অক্টোবর নাগরিক কনভেনশন হয়।

শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং শিক্ষক ডঃ দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক গৌতম চক্রবর্তী, বাণী সিনহা, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ ঝোটন দাস প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও পরিবেশকর্মী প্রসূন আচার্য, প্রতিবন্ধী সংগঠনের পক্ষে রূপা প্রামানিক প্রমুখ। কনভেনশন থেকে ডাঃ অমিত ধবল, গৌতম চক্রবর্তী এবং বাণী সিনহাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ২৫ জনের ‘এনআইওএইচ বাঁচাও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ’ গঠিত হয়।

ছত্তিশগড়ে এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন

২৯ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের পাখানজোরে এআইকেকেএমএসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান প্রধান বক্তা ছিলেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রধান বক্তা বিজেপি সরকারের কালা কৃষি আইনের জনবিরোধী দিক বিশ্লেষণ করে বলেন, কৃষক আন্দোলন শুধু কৃষকদের নয়, সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। উপস্থিত সকলকে কৃষক আন্দোলন মজবুত করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রকাশিত হয়েছে

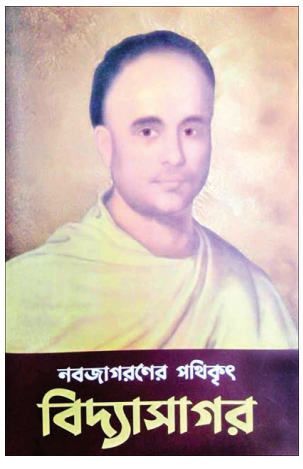

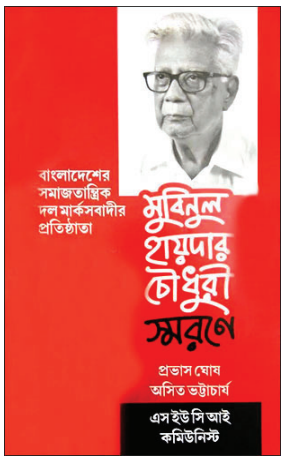

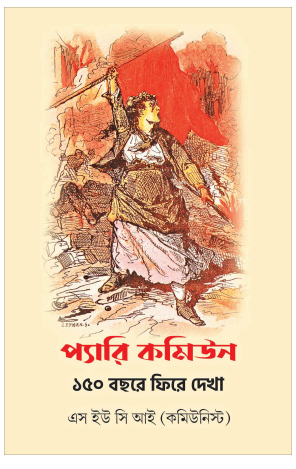

সংগ্রহ করুন

আসামে নাগরিক হত্যা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি নাগরিক সমাজের

২৩ সেপ্টেম্বর আসামের দরং জেলার গরুখুঁটিতে আসাম সরকারের পুলিশ যেভাবে বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে ওই রাজ্যের আটটি নাগরিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, অসহায় পরিবারগুলির সামান্য সম্বলটুকু সরকার কেড়ে নিয়েছে। দেশের আইন, সুপ্রিম কোর্টের রায় এমনকি রাষ্ট্রসংঘও উচ্ছেদ করতে হলে পুনর্বাসনের যে কথা বলেছে সরকার তার কোনও তোয়াক্কাই করেনি। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু আসাম সরকারের বড় বড় অফিসাররা যেভাবে গোটা বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক রং চাপাতে চাইছেন তার তীব্র নিন্দা করেছে সংগঠনগুলি।

সংগঠনগুলি বলেছে, বিজেপি সরকারের অভিসন্ধি ছিল আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ক্ষমতা ধরে রাখা। তাই তারা এনআরসিতে অধিকাংশ বাংলাভাষী মানুষ বিশেষত মুসলিমদের নাম বাদ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অভিসন্ধি পুরোপুরি সফল না হওয়ায় বিজেপি এই মানুষগুলিকে জবরদখলকারী হিসাবে দেখিয়ে অসামের সমস্ত বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন করে বিদ্বেষের জিগির তুলতে চাইছে। অথচ এঁরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক এবং কমপক্ষে ৫০ বছর ওই জমিতে বাস করছেন, চাষাবাদ করছেন।

সংগঠনগুলি বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী উচ্ছেদ অভিযানের বর্বরতাকে সমর্থন জানিয়েছেন। ওই ঘটনায় পুলিশের নেতৃত্বে থাকা এসপি যিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, তিনি এই উচ্চপদের অপব্যবহার করে বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই আচরণের তীব্র নিন্দা করে নাগরিক সংগঠনগুলি দাবি তুলেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। দরং জেলার ডিএম ও এসপিকে সাসপেন্ড করে হাইকোর্টের কোনও কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। উপস্থিত সমস্ত পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে হবে। বিজয় বানিয়া নামে যে ফটোগ্রাফার পুলিশের সাথে মিলে বর্বর আচরণ করেছে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হরিয়ানায় নির্মাণ শ্রমিকদের ধরনা

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে নির্মাণ-কারিগর মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২০-২২ সেপ্টেম্বর নির্মাণ কর্মীদের নানা দাবিতে ধরনা

শিলচরে শরৎচন্দ্র স্মরণ

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে ২২ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস এর কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলচরের মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অভয় অধিকারীর ‘শরৎ বাবু খোলা চিঠি দিলাম’ সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। সভাপতিত্ব করেন এআইএমএসএস-এর জেলা সম্পাদিকা দুলালী গাঙ্গুলী, বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক বিজিত কুমার সিংহ। মুখ্য বক্তা ছিলেন শিলচর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা গৌরী দত্ত বিশ্বাস। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুক্তশ্রী সিনহা, সুনীতা শুক্ল বৈদ্য। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন স্বাগতা চক্রবর্তী এবং সমবেত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান সাগ্নিক দেব পুরকায়স্থ, বিশালাক্ষ্মী নাথ, শতাক্ষী দেব পুরকায়স্থ। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার অর্পিতা নাথ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com